Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ মার্চ, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২৬ মার্চ, ২০১৮, সোমবার, ১১ চৈত্র, ১৪২৪

অ্যালয় স্টিল বিক্রি বন্ধের দাবিতে রাজপথে মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২১ মার্চ : মোদি সরকারের বেসরকারিকরণের করাল গ্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইলের ৫০০ রকমের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদনকারি সংস্থা দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল কারখানা। বিপন্ন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। শিল্পনগরী দুর্গাপুরের দুই স্তম্ভ অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কেবল বিপন্ন তাই নয়। আগেই বন্ধ হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এম.এ.এম.সি ফার্টিলাইজার সহ অন্যান্য ২০টি কারখানা। ধুঁকছে কেন্দ্রীয় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি সংস্থা ডি.টি.পি.এস, রাজ্য সরকারি তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি সংস্থা ডি.পি.এল। ১০০ শতাংশ বিলগ্নিকরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য সংস্থা দুর্গাপুর কেমিক্যালস। সংলগ্ন কয়লা অঞ্চলও কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত বেসরকারিকরণের বিভীষিকার মুখোমুখি। এই অবস্থায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান যে ভারতের মহা-বেকারিত্ব-এর আশংকা করেছেন, তার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী হতে চলেছে একদা ভারতের অন্যতম শিল্পাঞ্চল, ভারতের 'রূঢ়' নামে খ্যাত দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল।

এই অবস্থায় অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিক্রি রুখতে, অ্যালয় স্টিল কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বাঁচাতে গণপ্রতিরোধের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয়

—এরপর চারের পাতায়

শাসকদলের প্রধান ও কর্মী হত্যায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ২৫ মার্চ : দলীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও একজন তৃণমূল কর্মী হত্যাকাণ্ডে নেতাদের ভূমিকার উপর প্রশ্ন তুলে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনার পর থেকে নেতারা একবারের জন্যও মৃতদের কোনো খোঁজ-খবর নেননি বলে ক্ষুব্ধ দলের কর্মীদের অভিযোগ। গত ২৪ তারিখ সুলতানপুরের বিশ্বাস পাড়ায় তৃণমূলের সাদেক সেখ গোষ্ঠীর একটি কর্মী সভা ছিল। অন্যদিকে সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শুকুর আলী গোষ্ঠীর লোকজন হরিশঙ্করপুর মোড়ে অবস্থান করছিল। সাদেক সেখ গোষ্ঠীর সভা শেষে কয়েকজন কর্মী যখন বাড়ি ফিরছিল শুকুর গোষ্ঠীর লোকজনের সামনাসামনি হয়। প্রথমে বচসা বাদে, শেষে হাতাহাতি শুরু হয়। সাদেক গোষ্ঠীর লোকজন চড়-থাপ্পড় খেয়ে তাদের লোকজনকে খবর দেয়। জনা বিশেকের একটি সশস্ত্র দল আচমকা শুকুর গোষ্ঠীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ হয় স্বয়ং শুকুর আলী শেখ ও আর এক তৃণমূল কর্মী বাপন শেখ। দুজনকেই আহত অবস্থায় কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছড়া নাগাদ কালনা

—এরপর চারের পাতায়

গুসকরায় শ্রমিক মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২২ মার্চ : পৌরসভার ছাঁটাই কর্মীদের কাজে পুনর্বহাল, ত্রিপুরায় বামপন্থীদের ওপর বিজেপি-র আক্রমণের প্রতিবাদ ও রাইসমিল শ্রমিকদের দাবিপত্র মেটানোর দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয় গুসকরায়। কোর্টে মামলা চালু আছে, তা সত্ত্বেও বিগত সিপিআই(এম) পরিচালিত পৌরবোর্ডে নিযুক্ত তিনজন পৌর কর্মচারীকে জোরপূর্বক সাসপেন্ড করা হয়েছে- অভিযোগ ঐ জায়গায় তৃণমূল পরিচালিত পৌর প্রশাসন নীতি বহির্ভূতভাবে নিজেদের দলের লোক ঢোকাতে চাইছে। এই বিষয়ে ওই তিনজন কর্মী কোর্টে মামলা করায় তাদের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সিপিআই(এম) পার্টি অফিস পোড়ানো, কর্মীদের ওপর অত্যাচার, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, এর বিরুদ্ধে এদিন গর্জে উঠেছেন স্থানীয় বামপন্থী মানুষ। এসবের প্রতিবাদে সিআইটিইউ-র উদ্যোগে এদিন রাইস মিল, রিক্সা, মুটিয়া-মজদুরসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের একটি মিছিল স্টেশন মোড় থেকে শুরু হয়ে গুসকরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে শ্লোগানে বক্তব্য ছিল- স্থানীয় রাইসমিল শ্রমিকদের দাবি নিয়ে হেলদোল নেই মালিকদের, এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রমিক নেতা আভাষ রায় চৌধুরী।

ওহি নক্সা কদম পর চলনা হ্যায়—মহম্মদ আমিনের স্মরণসভায় আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ : ইস্পাতনগরীর বি.টি. রণদিভে ভবনে সি.আই.টি.ইউ-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বানে আয়োজিত প্রয়াত মহম্মদ আমিনের স্মরণসভায় এই আহ্বান জানালেন সি.আই.টি.ইউ-এর রাজ্য সম্পাদক অনাদিরঞ্জন সাহু। তিনি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার আগে ও পরে ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রবাদপ্রতিম নেতা মহম্মদ আমিনের জীবনাবসানে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা পূরণের লক্ষ্যে তাঁরই প্রদর্শিত পথ ধরে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গভীর অধ্যায়ন আত্মস্থকরণ করে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ নয় এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। বাবার হাত ধরে উত্তরপ্রদেশ থেকে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে বরানগর জুট মিলে কাজে যোগ দেন কমরেড আমিন। প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও নিজের অদম্য চেষ্টায় উর্দুর সাথে অনায়াস বিচরণ ছিল হিন্দি, ইংরাজি ও বাংলা ভাষায়। উর্দু ভাষায় বিশিষ্ট শায়ের ও বয়েৎ রচনাকার মহম্মদ আমিনকে উর্দু সাহিত্য বিশেষ স্থান

—এরপর চারের পাতায়

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি : মেনে নিলেন উপপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : লুটের পঞ্চায়েতের অবসান চেয়ে বড়শুল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিল কৃষকসভা। প্রধান উপস্থিত ছিলেন না, উপপ্রধান এই স্মারকলিপি গ্রহণ করে স্মারকলিপির বক্তব্য মেনে নেন। ফসলের ক্ষতিপূরণ নিয়ে দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে চরম দলবাজি ও দুর্নীতির কথা তিনি মেনে নেন। এদিন নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে এই সব দুর্নীতি ও লুটের বিরুদ্ধে সরব হন এলাকার মানুষ। তাঁরা পুতুণ্ডা গ্রাম থেকে মিছিল করে মসজিদপুর, আহ্লাদিপাড়া হয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরে এসে হাজির হন। সেখানে কৃষক নেতারা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে লুটের পঞ্চায়েতের অবসান ঘটিয়ে পূর্বের ন্যায় জনগণের পঞ্চায়েত কায়েম করবার আহ্বান জানান।

রামনবমী : বর্ধমান শহরে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : বর্ধমান শহরের জগৎবেড় মালির মাঠে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মীদের মারধর ও রামনবমীর পুজোর প্যাণ্ডেলে অগ্নি সংযোগের অভিযোগে পুলিশ শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম বাবু সোনকার, শাহাজাদা খান, গদাই পাল, বুবাই শীল ও সুখেন দে। ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত সিজেএম ধৃতদের জামিন মঞ্জুর করেন।

কীটনাশক খেয়ে আবার আত্মঘাতী ভাগচাষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : দেওয়ানদিঘি থানার ভাণ্ডারডিহির পূর্ব পাড়ায় কীটনাশক খেয়ে প্রশান্ত সাঁতরা (৩৯) নামে এক ভাগচাষি আত্মঘাতী হয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে খবর। গতকাল সন্ধ্যায় কীটনাশক খাওয়ার পর তাকে প্রথমে কুড়মুন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গভীর রাতে তিনি মারা যান। চাষে লোকসান ও দেনা শোধের দুশ্চিন্তায় আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। অবশ্য পুলিশ একথা মানতে রাজি নয়। পুলিশের বক্তব্য পারিবারিক অশান্তিজনিত মানসিক অবসাদে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে খেতমজুরের কাজ করার সাথে সাথে তিনি ভাগচাষও করতেন। এবার ৬ বিঘা জমিতে আলু লাগিয়েছিলেন। তার আগে ৫ বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছিলেন। গতবার আলু চাষে তাঁর লোকসান হয়েছিল। বোরো চাষেও লাভ করতে পারেননি। এবারে আলুর ফলন কম, আকারে আলু ছোটো হয়েছে। মাঝখানে সাবমার্শিবল পাম্প খারাপ হওয়ায় প্রয়োজনের সময় আলুতে জল দিতে পারেননি। আলু চাষে ক্ষতির আশংকায় ভুগছিলেন, তারপর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। তার জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে ধারণা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু অবশ্য বলেন, এই মৃত্যুর সাথে চাষের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, চাষের খরচ সামলাতেই তার ঋণ, তার উপর ফসলের দাম নেই। ধারের টাকার জন্য মহাজনের চাপ ইত্যাদি কারণেই সে আত্মঘাতী হয়েছে। এ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির জন্য সমগ্র বর্ধমান জেলাতে ১৭৫-র বেশি কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন।

অন্য একটি ঘটনায় গলসি থানার শ্যামসুন্দরপুরে কীটনাশক খেয়ে এক প্রৌঢ় আত্মঘাতী হয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। মৃতের নাম বিষ্ণুপদ হাজরা। গতকাল তাকে কীটনাশক খাওয়া অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। রাতে তিনি মারা যান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে তিনি নানা অসুখে ভুগছিলেন।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ মার্চ : মেমারির গস্তার ২নং পঞ্চায়েতের অধীন পাতরা গ্রামে বাঁশের বাকাড়ির সঙ্গে রশি দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বেহুলা নদীর জল থেকে উদ্ধার হল যুবকের মৃতদেহ। মৃত যুবকের নাম রাজা মালিক (২০)। পাতরা গ্রামে তার বাস। মৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত। মেমারি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত যুবকের বন্ধু জিৎ বাগদিকে আটক করেছে পুলিশ। তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন যে, তদন্ত শুরু হয়েছে, তবে মৃত যুবকের পরিবার কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেননি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

মৃতের বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজা এবং জিৎ অসমের একটি রাইস মিলে কাজ করতো। সেখানেই দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জিৎ-এর বাড়ি বীরভূমের পুরন্দরপুরে। কয়েক দিন আগে রাজা জিৎ-কে সঙ্গে নিয়ে অসম থেকে মেমারির পাতরা গ্রামের বাড়িতে

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৬ মার্চ, ২০১৮

ধর্মের রাজনীতি

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব পালন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে-কোনো নাগরিক তথা ধর্মগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার। কিন্তু তা যদি কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী জনসমাজের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা পরিণত হয় সাম্প্রদায়িকতায়। এবং অনিবার্যভাবে তা প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে অভিষিক্ত হলে কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীচেতনা প্রতিস্পর্ধী ধর্মগোষ্ঠীচেতনাকে উসকে দিয়ে মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সারা ভারত আজ এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনারই সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী উৎসব পালনে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের একে অপরকে টেক্কা দেবার প্রতিযোগিতা তারই একটি বিশেষ লক্ষণ।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হলেও ভারত রাষ্ট্র বহুধর্মাবলম্বী মানুষের সম্মিলনস্থল। ধর্মনিরপেক্ষতা তার সাংবিধানিক ভিত্তি। অন্য ধর্মকে আঘাত না করে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত। কিন্তু বিজেপি ঘোষিতভাবেই একটি হিন্দুত্ববাদী দল। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবার পর তাই ভারত রাষ্ট্রের এই মৌল বৈশিষ্ট্যই আজ আক্রান্ত। দলীয় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির সরাসরি সংযোগে বিজেপি রাম-নামে আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য দেশব্যাপী রামনবমী উৎসব পালনকে নৃত্যরত দলীয় নেতা-নেত্রী সহ গদা-ত্রিশূল-তরবারি ধারকদের সশস্ত্র মিছিলের রণ-হুঙ্কারে পরিণত করেছে। দলে দলে শিশু-কিশোরকেও একই রূপে এই মিছিলে টেনে আনা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন তাঁর রাজ্যে সশস্ত্র মিছিল করা চলবে না। পরে তিনি সেই ঘোষণাকে কিছুটা নরম করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র মিছিলে কার্যত আর কোনো বাধাই রইলো না। তাঁর দলও নেমে পড়লো সশস্ত্র মিছিলে। এতদিন হিজাব পরে মুসলিম নানা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকতেন। এবার হিন্দু ভোট আদায়ের লক্ষ্যে রামনবমী উৎসবে দলকে উত্তাল করে তুলতে সক্রিয় হলেন। বিজেপির মতো একই পদ্ধতিতে অস্ত্রধারী দলীয় নেতা-নেত্রীদের সামনে রেখে সশস্ত্র মিছিলের ব্যবস্থা হলো। এমনকি কোনো কোনো মিছিলে তৃণমূল নেতা আর বিজেপি-নেতাদের একই সঙ্গে দেখা গেল।

ধর্মের এই রাজনৈতিক অপব্যবহার ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ের পক্ষেই অবমাননাকর।

গত ২১ মার্চ রানিগঞ্জে বিশ্ব কবিতা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অনুপ মিত্র। উপস্থিত রয়েছেন বিধায়ক রুনু দত্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব কবিতা দিবস কবে পালিত হয়? কোন সাল থেকে পালিত হচ্ছে?
২. ইরান কোন দেশের নাম বদল করে রাখা হয়? কবে রাখা হয়েছিল?
৩. ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব কবে শুরু হয়েছিল? প্রথম কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হন?
৪. বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর ফাঁসি হয়? সঙ্গে আর কার ফাঁসি হয়?
৫. বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কালিদাস নাগ কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৬. বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর কবে কোথায় ফাঁসি হয়? সঙ্গে আর কার কার ফাঁসি হয়েছিল?
৭. কবে জার্মানির বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম সূর্য 'সানলাইট' তৈরি করেন?
৮. বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস কবে পালন করা হয়? কার স্মরণে? তিনি কবে যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার করেন?
৯. ভগিনী নিবেদিতার আসল নাম কী? কোন দেশে জন্ম? কবে থেকে কার কাছে দীক্ষা নিয়ে এই নাম গ্রহণ করেন?
১০. দৈনিক সংবাদপত্র 'আজকাল' কবে থেকে প্রকাশিত হয়? তখন সম্পাদক কে ছিলেন?
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল স্মারকটি কোথা হতে কবে চুরি হয়ে যায়?
১২. কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস? কে কবে এই দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

শিবানন্দ পাল

কথাটি কি ভগৎ সিং প্রথম বলেছিলেন! ইতিহাস তার সাক্ষী আছে। ভগৎ সিং তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন- "বিখ্যাত সমাজবাদী লেখক আপটন সিনক্লেয়ার তাঁর 'বোস্টন এবং অয়েল' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মুখে এই শ্লোগান দিয়েছেন। ... বর্তমানে দেশের সমস্ত লোকের কাছে এই শ্লোগান পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তেছে। এই শ্লোগান আমি সৃষ্টি করিনি। রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে এই শ্লোগান উঠেছিল।"

"যে মানুষ প্রগতির পক্ষে তাকে পুরনো বিশ্বাসের প্রত্যেকটি বিষয়কেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যথেষ্ট যুক্তিতর্ক ও বিচার বিবেচনার পর যদি কেউ কোনো তত্ত্ব বা দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে তার বিশ্বাসকে স্বাগত জানাতে হয়। তার চিন্তা ভাবনা ভুল বা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কিন্তু তা শোধরানোর সুযোগ আছে, কারণ সে পরিচালিত হয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা, অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা নয়। বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস বিপজ্জনক, তা মস্তিষ্ককে অকেজো করে দেয়, মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল বানিয়ে তোলে।" ভগৎ সিংয়ের কথা।

ভগত সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের (পাকিস্তান) কর্মকর্তা আবদুল্লা মালিক ২০১৭-র ২৩ মার্চ একটি দাবি তুলে পাকিস্তানে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। বিব্রত বোধ করেছিল পাকিস্তান সরকার। তবু নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিলেন পাকিস্তানের সংগঠন ভগত সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। লাহোর সেন্ট্রাল জেলেই ফাঁসি হয়েছিল তিন বিপ্লবীর। পাকিস্তানের ভগত সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা আবদুল্লা মালিকের দাবি ছিল ভগৎ সিং সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন। সেই লক্ষ্যেই লড়াই চালিয়েছিলেন। ওঁদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য ইংল্যান্ডের বর্তমান রানি এলিজাবেথকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ভাইরাল হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের ভগৎ সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশি ২০১৩ সালে একই আবেদনে জানিয়েছিলেন ভগৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে গঠিত মামলা ছিল একেবারেই সাজানো। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি স্যান্ডার্স হত্যার সঙ্গে জড়িত ও ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মামলায় ভগৎ সিংকে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয়। তাই এত বছর পরে সত্যকে সামনে আনা প্রয়োজন। ফাউন্ডেশন পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন জানায় ভগৎ সিংকে জাতীয় বীর ঘোষণা করা হোক!

২০১৪ সালে লাহোর পুলিশ একটি এফআইআর-এর কপি হাজির করে। এফআইআরটি ছিল ১৯২৮ সালের স্যান্ডার্স হত্যার দিনে লাহোরের আনারকলি থানার। ওই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগেই ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হয়। লাহোর পুলিশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে এফআইআর-এ ভগৎ সিংয়ের নাম ছিল না। ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর এফআইআর-এ উর্দুতে লেখা ছিল স্যান্ডার্সকে ২ অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারী গুলি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ১২০১ এবং ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। কোনও জায়গায় ভগৎ সিংয়ের নাম নেই। আবেদনকারী কুরেশি আরও জানান, ওই হত্যাকাণ্ডের বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনাল ওই সময় ৪৫০ জন সাক্ষীর মধ্যে কারও সাক্ষ্য নেয়নি। এমনকি ভগৎ সিংয়ের আইনজীবীকেও ওইসব সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগও দেওয়া হয়নি।

এরপর পাকিস্তানের ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস ২০১৬ সালে লাহোর হাইকোর্টে একই দাবি করে—'স্যান্ডার্স হত্যার এফ আই আর-এ ভগৎ সিংয়ের নাম ছিল না।' ভগৎ সিং ছিলেন নির্দোষ। অন্যায়ভাবে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আবেদনের শুনানি শুরু হয় লাহোর হাইকোর্টে। শহিদ হবার ৮৫ বছর পরে এই মামলার শুনানির জন্য লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইজাজ উল আহসান একটি ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করেন। বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন খালিদ মাহমুদ খান। সেই মামলার গতিবিধির আর কোনো সংবাদ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

□

ভগৎ সিংয়ের ভীষণ বই পড়ার অভ্যেস ছিল। তাঁর পছন্দের লেখক ছিলেন চার্লস ডিকেন্স, ম্যাক্সিম গোর্কি, লেনিন প্রমুখ। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেনিনের লেখা, কার্লমার্কস এবং ট্রটস্কি-র চিন্তা-ভাবনা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বলশেভিক বিপ্লব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মত ও পথ নির্দিষ্ট করতে। শিখধর্মের আচার-অনুরাগী থেকে তিনি সাম্যবাদের প্রতি অনুরক্ত

হয়ে উঠেছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর এই পরিবর্তনের কথা তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর সুদক্ষ লেখনীতে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখা ছাড়াও বন্দী অবস্থায় ডায়েরি ও চারখানি বই তিনি লিখেছিলেন। যদিও ডায়েরি ছাড়া সেই বইগুলির হদিস পাওয়া যায়নি ব্রিটিশ প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদান্যতায়। ছাত্র অবস্থায় তিনি 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত', 'রাণা প্রতাপ' ইত্যাদি চরিত্রে অভিনয় করে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই ভগৎ সিং মাত্র ২৩ বছর বয়সে যখন বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনদের অনুরোধেও ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে প্রাণভিক্ষা না চেয়ে বললেন, 'আমরা যুদ্ধবন্দী। আমাদের ফাঁসি কেন বরং ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করুন! কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বা ব্রিটিশদের চাটুকারদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের এই যুদ্ধ চলবেই।'

অনেকের ধারণা গান্ধীজি চেষ্টা করলে ভগৎ সিং এবং তাঁর সহযোগীদের শাস্তি কিছুটা লঘু করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে 'তরুণ ভারত' পত্রিকায় গান্ধিজি লিখেছেন—'আমি হয়তো বিষয়টি নিষ্পত্তি করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দণ্ড লঘু করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতাম। কিন্তু এটা করা সম্ভব হত না। এ ব্যাপারে কার্যসভা আমার সাথে একমত পোষণ করেছে যে সাময়িক শান্তিচুক্তির নজির হিসেবে দণ্ড লঘু করার প্রস্তাব পেশ করা সঠিক হবে না। তাই আমি বিষয়টি কেবল উল্লেখই করতে পারতাম।'

শুধু শাস্তি লঘু করার বিষয় নয়, সত্য যা সামনে আসছে তা ষড়যন্ত্র। সমগ্র বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের আরো কত কলঙ্ক বিধিলিপি হয়ে নিত্য ধূপধুনো পুজো-অর্চনায় চর্চিত হয়ে চলেছে তা আমরা জানি না। মাঝে মাঝে হঠাৎ চমকে উঠি যখন ইতিহাসের পাতা উল্টাতে উল্টাতে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা সামনে এসে দাঁড়ায়। যেমন ব্রিটিশ প্রশাসনের তৈরি কুখ্যাত 'সেলুলার জেল' দেখতে গিয়ে যখন আন্দামানের মাটিকে নমি। 'বীর সাভারকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'এ দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায়—৪১ বছর বয়সে ব্রিটিশদের কাছে মুচলেকা দিয়ে প্রাণভিক্ষা নিয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত স্বদেশী। লিখেছিলেন- 'আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক! আমি ব্রিটিশ সরকারকে কথা দিচ্ছি, আমি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই থেকে বিরত থাকবো এবং সর্বদা ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকবো!' শুধু একবার নয় চার চারবার তিনি ইংরেজের কৃপাভিক্ষা চেয়েছিলেন। এমনকি অভিযোগ, গান্ধি হত্যায় তাঁর যোগ ছিল। আবার যখন দেখি গান্ধীজি ভাইসরয়কে লিখেছেন—'ছেলেগুলোকে (ভগৎ সিংদের) যদি ফাঁসি দিতেই হয়, তবে তা করাচির কংগ্রেস অধিবেশনের পরে না দিয়ে পূর্বেই যেন দেওয়া হয়।'

এত তাড়াতাড়ি কেন? ২৩ বছরের জলজ্যান্ত ছেলেগুলোকে শেষ করে দেওয়া হবে! ভাবা যায়! তাহলে ওঁদের শাস্তি লঘু করার চেষ্টা করার বিষয়টি গান্ধিজির কাছে আর প্রত্যাশা করবেন না ভারতবাসী। তাই না?

গান্ধীজির স্বার্থ পূরণ করেনি ব্রিটিশ প্রশাসন। ৭ অক্টোবর, ১৯৩০ তিন ব্রিটিশ বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ওঁদের তিনজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় দিয়েছিল। আর তিন বিপ্লবীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ২৩ মার্চ, ১৯৩১ সন্ধ্যা ৭ টায়। আরও আশ্চর্য যে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মাত্র তিন দিন পর ২৬-৩১ মার্চ, ১৯৩১। সারা ভারতবাসী শোকস্তব্ধ, অরন্ধন অবস্থায়। লাহোর থেকে আকাশপথে করাচির দূরত্ব ৬৩৬ মাইল। কিন্তু কংগ্রেসের কাছে কোনো অর্থ বহন করেনি। তাদের ভাবনায় গান্ধি-আরউইন চুক্তি অনুমোদনের পুলক জেগেছিল, করাচির পথে পথে কালোপতাকার অভ্যর্থনাকে তারা গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফাঁসির অব্যবহিত পরে লাহোরের স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে গান্ধীজির কাছে তিন জাতীয় বীরের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হলে তিনি কমিটির সাধারণ সম্পাদককে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে তাঁর অস্বীকৃতির কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। হায়রে ভারতবাসী! ক্ষমতার লালসা সেদিনও এরকমই ছিল। অবিভক্ত ভারতের বাঙ্গা গ্রামে ভগৎ সিংয়ের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে তা পাকিস্তানে। পৃথক রাষ্ট্র, তবু লাহোরে প্রতিবছর বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৩ মার্চ দিনটি পালিত হয় 'শহিদ দিবস' হিসেবে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রজন্ম সেখানে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের শপথ নেয়, শ্লোগান দেয় 'লাল সেলাম ভগৎ সিং!', 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ!' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

অন্য সংস্কৃতি

মরুযাত্রী

স্বপন ঘোষচৌধুরী

মেজাজটা সকাল থেকেই তিরিক্ষি হয়ে আছে। এখন আবার নীলমণি এসে ফিরিস্তি শুরু করল। যাদবের আর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রইল না। খ্যাঁচ করে উঠল,—আমার টাকাটা দাও দেখি!

আসলে নীলমণি এসেছিল টাকা শোধের জন্যে আরও দিন কয়েক সময় চাইতে, তার আগেই যাদব বাম্পার জুড়ে দিল।

নীলমণি আমতা আমতা করে বলল, ওটাতো পরের কথা, আগে হলো গিয়ে ওই মহাবীরের ছেলের কাণ্ডকারখানার কথা।

—মহাবীরের ছেলে তোমার খায় না পরে? সে রইল কি গেল, হাঁটল কি ছুটল, নাচল কি কাঁদল তাতে তোমার কী? ওইসব গরুর রচনা বলে শেষে টাকা দেবেনা—এটাই তো বলবে?

—আজ্ঞে তাই ভেবেছিলুম!

—শোনো, আমি না লোকের পেটের ভেতর ঢুকে কথা বের করে আনি। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝে নিতে পারি তার মতলব। ধান দিয়ে লেখা পড়া শিখিনি, বুঝেছো? —বুঝেছোটা এমন তেড়ে বললেন নীলমণি কেঁপে উঠল।

এখন মাঝ বিকেল। বেলা বেশ বেড়েছে, চৈত্র মাস হলেও আকাশ ঘোলাটে নয়, বৃষ্টি বাদলারও সম্ভাবনা নেই। তবে দুপুরের পর বিকেল এলেও গরম হাওয়া এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। এরই মধ্যে একঝাঁক চড়াই হুস শব্দে বাঁশবাগানের দিকে উড়ে গেল। ওখানে একটা বট আর একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। কয়েক হাজার পাখি সেখানে রাতে থাকে। যে যার নিজের নিজের বাসা ঠিক চিনে নেয়। বাচ্চাগুলো হা পিত্যেশ করে বসে থাকে, মা এসে মুখে খাবার দেবে। নীলমণি এইরকম এক ঝাঁক চড়াই পাখি দেখে এইসব ভাবছিল। ভগবান এমন কপাল দিয়ে পাঠাল, সাধ করে একটা টুকরো মাছ পর্যন্ত ছোট ছেলেটার পাতে দিতে পারে না। ওর জীবনের আকাশের সমস্তটাই গাঢ় অন্ধকারে ভরা। খুব কষ্ট হয়।

যাদব বলল, তা কবে তুমি আমায় উদ্ধার করবে?

নীলমণি বলল—একটা মাস সময় দিন, যেভাবে পারি আপনার একশো টাকা শোধ দিয়ে যাব।

—মনে থাকবে?

—নির্ঘাৎ থাকবে। দেখবেন।

—বেশ, তা দেখব। কিন্তু দ্যাখো বাপু একমাসের মাথায় টাকাটা না পেলে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। তোমার ওই সাইকেলটা আমি কেড়ে নেব। যদিও ওটা কেউ পঞ্চাশ টাকাতেও নেবে না।

বলে যাদব একটিপ নস্যি নিল। ভদ্রতা করে কৌটোটা নীলমণির দিকে এগিয়ে দিল। নীলমণি একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে গুঁজে বলে উঠল,—আপনার দয়ার শরীর।

—কিন্তু লোকে তো আমাকে বলে আমার শরীরে নাকি দয়া-মায়া বলে কোনও বস্তু নেই, লোহার মতো কঠিন।

নীলমণি বলল, ওটা আপনার বোঝার ভুল। লোকে বলে ও আনাড়ির মতো। আপনি হলেন গিয়ে নারকোলের মতো। ওই বাইরে কঠিন ভেতরে নরম। হৃদয় চুইয়ে মিষ্টি জল টস্‌টস্‌ পড়তে থাকে।

এমন কথাটা শুনে যাদবের খুব ভাল লাগলো। নাঃ, এখনও জগতে সমঝদার মানুষ কিছু আছে। তাদের পয়সাকড়ি নেই বটে তবে বুদ্ধি আছে। কেমন চট করে একখানা তুলনা খাড়া করে দিল।

যাদব আর এক ডিগ্রি খুশি হয়ে বলে উঠল—তা নীলমণি তুমি যদি আমার একখানা কাজ করে দাও, তোমার ওই একশো টাকা আমি গায়ে গায়ে শোধ করে দেব।

নীলমণি নেচে উঠল, কী কাজ কী কাজ?

—তেমন কিছু না, লেবুতলার মাঠে কাজলের দুটি জমি আছে, আমার জমির পাশেই। যদি কাজলকে বলে ওটা আমাকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারো, তোমার একশো টাকা মাফ, সঙ্গে আরও একশো টাকা বখশিস। কী, পারবে তো!

—এ আর বেশি কথা কি? নীলমণি গদগদ হয়ে বলল।

আসলে ও এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওই কাজলের জমি দেখিয়ে আরও দু-তিন মাসে পার করে দেওয়া যাবে। কুকুর যেমন আহ্লাদে ল্যাজ নাড়ে নীলমণি তেমনি ঝনঝন করে ঘাড় নেড়ে বলল—কালই কাজলের কাছে কথাটা পাড়ছি। তবে কিছু মনে করবেন না, কাজল যে ধরনের লোক তাতে এক কথায় রাজি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ওকে ধাতে আনতে একটু সময় লাগবে।

—তা লাগুক তা লাগুক, তুমি কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও।

রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে হাঁটতে নীলমণি ভাবছিল কী করে কাজলকে কথাটা পাড়বে। ব্যাটা যাদব তো বলতে পারত, ওহে নীলমণি ওই পুকুরপাড়ের ডাঙা জমিটা আমাকে বেচ! যাদব কেন, এই বিশ বছর ধরে কেউ ওই জমিটা নেবার কথা মুখেও আনে না। কী হবে ওই জমি নিয়ে। পুকুর পাড়ে সাড়ে তিন বিঘে জমি জুড়ে শুধু বৈঁচি ঝোপ। ওই ঢিবি মত জমিতে না হবে চাষবাস না হবে কিছু। এখন কাজলই হল ভরসা, আজ হোক, কাল হোক জমিটা যদি যাদবকে বেচতে রাজি হয়। একশো টাকা শোধ হবে, একশো টাকা পকেটে ঢুকবে।

ভাবতে ভাবতে আপন মনে নীলমণি হাঁটছিল। হঠাৎ পেছনে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ। নীলমণি সরে গেল। ঝপাং করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কাজল। অবাক কাণ্ড! এ যে মেঘ না চাইতেই জল। নীলমণি কথাটা পাড়বে বলে হাঁ করতে যাচ্ছিল তার আগেই কাজল বলে উঠল—চিরটা কাল এই ভাঙা ঘর আর ছেঁড়া কাপড় নিয়ে থাকবে? বলি শোনো, লক্ষ্মী তোমার দরজার দিকে এগিয়ে আসছে, বরণ করে নেবার ইচ্ছে আছে?

নীলমণির হাঁ মুখ বন্ধ হয়নি, এবার বড় বড় চোখ করে কাজলকে দেখল। আহা, কাজল যদি জমিটা বেচে—

কাজল বলল—প্রোমোটার জানো?

—জানি তো, ওই জমি কিনে বিশাল বিশাল বাড়ি করে যারা—এক কামরা, দু-কামরা, তিন-কামরা ঘর করে বিক্রি করে।

—তোমার জমিটা বেচো, সাধন দত্ত এসেছিল, তোমার ওই জমিতে ফেলাট বানাবে। সাড়ে তিন বিঘে জমি বার লাখ দেবে, রাজি আছো?

নীলমণি ধপাস করে পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিল। কাজল হাঁ হাঁ করে উঠল, —করোকি করোকি, আছাড় খাবে যে!

নীলমণি কেঁদে ফেলল—আমায় বাঁচাও, দোহাই বাঁচাও। অত টাকা গুণে নিতে পারব না।

—আমি গুণে দেব।

— গুণে দেবে! কিন্তু অত টাকা দিয়ে আমি কী করব?

—কী করবে মানে? বাকি জীবন পায়ের ওপর পা তুলে দিব্যি কাটিয়ে দেবে!

—ওরে বাপরে। ও ভাবে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা আমার ধাতে সইবে না। ওই দ্যাখো পশ্চিম আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ উঠেছে, পালাও পালাও, ঝড় উঠল বলে! বার লাখ, বার লাখ! পায়ের ওপর পা, কী আনন্দ!

নারী দিবস

কাকলি ঘোষ

আজ ক্যানভাসে
ফুটন্ত কিশোরীটির ছবি ফোটে;
জলছবি হয় না আঁকা তার
ড্রয়িং স্যারের মুখ হয়ে যায়—
ক্লাস শেষে রোজ কেন তাকে ডাকে?
ধূসর রঙের পাড় দেওয়া সবুজ শাড়ি
মাটি কাদা মাখা,
আজ মাঠ থেকে ফিরেছে গ্রামের বধূ—
তার জন্য কখনো লেখা হয়েছিল,
'কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা....'
নাঃ আজ তার সামনে শুধু
একমুঠো ভাতের লড়াই।
ঢালাই কারখানার রেজানা
বোরখা ছুঁড়ে সে এখন মজুর।
তিন তালাকের পর অবশিষ্ট শরীর
আর পাঁচটি বাচ্চা নিয়ে
দিন-দিনান্তের টিকে থাকার লড়াই।
এরা কেউ কাউকে চেনে না
জানে না, পৃথিবীর লোক
আজকের দিনটার নাম দিয়েছে,
'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'।

বোধ

সুশান্ত কুমার ঘোষ

আমাকে জাগিয়ে রাখে চেতনায় সান্দ্র এক বোধ
নীরবে সাজিয়ে তোলে নিভৃত গোপন অবরোধ।

চেতনা জেগেই থাকে জাগতিক সমস্ত উৎপাতে
নিয়ত লড়াই করে আসুরিক জিঘাংসার সাথে।

সত্যের অপমান, মিথ্যার অত্যুচ্চ অভিলাষ,
আকাঙ্ক্ষার আস্ফালন লালসার সশস্ত্র সন্ত্রাস—

পৃথিবী কাঁপিয়ে তোলে। জীবনের রন্ধ্রেরন্ধ্রে ভয়।
তবুও রণের শেষে জীবনই ছিনিয়ে আনে জয়।

বোধের ভিতরে এক অনির্বাণ প্রেমশিখা জ্বলে
সেই শিখা নিত্যকাল সভ্যতার শেষ কথা বলে।

মূর্তি ভাঙা

দিলীপ কালিন্দী

এ জগতে কারো কোনো সৃষ্টি বা সামাজিক সত্তাকে
তার মূর্তি ভেঙ্গে মুছে ফেলা যায় না।
যারা তা করে তারা জল্লাদের ভূমিকাই বহন করে।
মূর্তি ভেঙ্গে পার পাওয়া যায় না।
সর্বহারার সংগ্রামে লেনিন ছিল—আছে
আগামীতে লেলিনই থাকবে।

শোষণ যখন পুঁজির চিন্তা,
হবে যারা শোষিত
তাদের শ্বাসে আর প্রশ্বাসে
লেনিনই থাকবে জীবিত।

আজকে যাদের পুঁজির বাহার বিশ্ব করেছে নিঃস্ব
সেদিন তারা হবেই ধ্বংস—যেদিন জাগবে শোষিত বিশ্ব।
মূর্তি ভেঙ্গে কীর্তি মোছা যায় না কভু যায়না।
এতে শুধু সমাজ কাঁদে বাড়ায় কেবল যন্ত্রণা।।

শক্তিমান

মলয় রায়

দুরন্ত দুর্বার দিন
কে আনে?
সে লেনিন।

আমাদের চেয়ে ওরা ভালো জানে
লেনিনের নামে বান ডাকে মরা গাঙে।

আতঙ্কে পা ঠিক রাখতে
তাই ওরা লেনিনের মূর্তি ভাঙে।।

অভিজিৎ দাশগুপ্তের

দুটি কবিতা

ফাগুন

সমর্পণে নদীর গান
তানপুরাতে ফাগুন
অন্তরে ওই সূর্যমুখী
বুকের তলায় আগুন।
ফাগুনী মেঘ সুচেতনায়
সূর্যসোনার গান
আগুন জ্বলে হৃদ্‌কমলে
প্রাণেরই সন্ধান।।

পরশপাথর

অনন্তনীল পরশপাথর
মরণজয়ী আলো—
দুঃখে পোড়ে স্বপ্ন হাজার
মনের প্রদীপ জ্বালো
অশ্রুতে থাক ছবি আঁকা
অন্তনীল ছবি—
পুড়তে পুড়তে বেজে উঠুক
ভোরেরই ভৈরবী
মরণজয়ী আলোয় এসো
দহনযোগ্য তুমি
মরণকে ওই বরণ করে
দেখবে জন্মভূমি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আহ্বান

আব্দুস সবুর

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির পথ নির্দেশ করে মার্কসবাদ। ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' প্রকাশ করে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেন যে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে, শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হলে শেষিত নারী সমাজের প্রশ্নটিকে অবহেলা করা যায় না। ১৮৬৪ সালে শ্রমিক শ্রেণির প্রথম আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে কার্ল মার্কস শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সঙ্গে নারীর অধিকারের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তাঁর উদ্যোগে শ্রমজীবী নারীদের ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য করা হয়।

১৮৮৯ সালে প্যারি শহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন-এর মঞ্চ থেকে বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে ৮ মার্চ নিউইয়র্কের দরজি নারীরা প্রথম নারীর ভোটাধিকারের দাবি তোলেন।

১৯১০ সালের ২৭ আগস্ট বিশ্ববরেণ্য দুই কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন ও কোলনতাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে প্রস্তাব রাখেন প্রতি বছর একটা দিন পূর্ণবয়স্কা নারীদের ভোটাধিকারের দাবি দিবস হিসাবে পালন করা হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের পর ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হলেও ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চ দিনটি শ্রমজীবী নারীদের সমানাধিকারের প্রতীক দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ রাশিয়ার পেট্রোগ্রাদে স্বৈরতন্ত্রী অত্যাচারী জারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী নারীরা সভা ও মিছিল করে প্রতিবাদে শামিল হন।

১৯২২ সালের ৮ মার্চ বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের জন্য ছুটি ঘোষণা করে। সেই বছরই চিনে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ আশি হাজার শ্রমজীবী নারী ফ্যাসিস্ত ফ্র্যাঙ্কো-বিরোধী শোভাযাত্রা করে মাদ্রিদ শহর কাঁপিয়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং পরবর্তীকালে শ্রমজীবী নারীরা কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে, সমকাজে সমমজুরির দাবিতে, খাদ্য ও জীবিকার দাবিতে, সমানাধিকারের দাবিতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীদের সংহতির দাবিতে বিভিন্ন দেশে ৮ মার্চ দিবসটি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে পালন করেছে।

ভারতে সমতার জন্য এশিয়ার নারীদের লাহোর সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৩১ সালের ৮ মার্চ দিবসটি পালন করা হয়। সেখানে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নারীর সমানাধিকারের দাবিকেও যুক্ত করা হয়।

১৯৫০ সালের ৮ মার্চ পশ্চিম জার্মানির তিন লক্ষ নারী চ্যান্সেলার আদেনুর-এর শাস্তির দাবিতে পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক থেকে নারী আন্দোলনের প্রভাব আমেরিকা ও ইউরোপে পড়ে।

নারী দিবস পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাষ্ট্র সংঘ ১৯৭৫সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের নারী সম্মেলনে মেক্সিকোতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি জ্যাকেল দলানিনী বলেন—Women without husband, children without father, sister without brother. This is Sounth Africa. কিন্তু ভারত! ভারতের নারী আজ অবরুদ্ধ—মুক্তির জন্য লড়াই চলছে।

অভিনব কায়দার চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : ক্রেতা সেজে দোকান থেকে অভিনব কায়দায় সোনার গয়না ভর্তি বাক্স নিয়ে পালাল এক দুষ্কৃতি। গতকাল বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান পুলিশ লাইন বাজারে একটি সোনার দোকানে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ক্রেতা সেজে আসা এক দুষ্কৃতি পুলিশ লাইন বাজারে একটি সোনার দোকানে এসে দোকানের মালিককে প্রথমে সোনার আংটি দেখাতে বলে। দোকানদার সোনার আংটি দেখান। এরপর আরও কিছু গয়না সে দেখতে চায়। তাও দেখানো হলে দোকানির কাছে সে রূপোর নূপুর দেখতে চায়। দোকানের মালিক তা আনতে যান। সেই সুযোগে দুষ্কৃতি সোনার গয়না ভরা বাক্সটি নিয়ে চম্পট দেয়। নূপুর নিয়ে এসে ক্রেতাকে দেখতে না পেয়ে দোকানের মালিক খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দোকানের বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখেন ক্রেতা সেজে আসা দুষ্কৃতি সোনার গয়না ভরা বাক্সটি নিয়ে বাইকে চেপে পালাচ্ছে। রাতে তিনি ঘটনার বিষয়ে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে একটি কেস রুজু হয়েছে। কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। চুরি যাওয়া সোনার গয়নাও উদ্ধার হয়নি। দোকানের মালিক অভিলাষ ধারা বলেন, বাক্সে ২৫০ গ্রাম ওজনের সোনার গয়না ছিল। যার মূল্য প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দোকানের কাছেই একটি ব্যাঙ্কের সি সি টিভি রয়েছে। ঘটনার কিনারায় ব্যাঙ্কটির সিসি টিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হবে।

কর্মী হত্যায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা

—প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে বাপন শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে শুকুর শেখকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় রেফার করা হয়। কলকাতায় পৌঁছে চিকিৎসা শুরুর পর রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ শুকুর আলী শেখের মৃত্যু হয়। তৃণমূলের কালনা-১ ব্লক সভাপতি উমাশংকর সিংহরায় এই দুই হত্যাকে কোনোভাবেই দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে হয়েছে বলে মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল সুপারি কিলার দিয়ে আমাদের প্রধান ও দলীয় কর্মীকে খুন করেছে। তবে সেটা কোনোভাবেই সিপিআই(এম) দল নয় একথাও বলেন তিনি। তবে শুকুর শেখের পরিবার থেকে সাদেক সেখ সহ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। যারা প্রত্যেকেই এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত। তৃণমূলের ব্লক সভাপতির সুরেই তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বিবৃতি দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা। তাঁরা তৃণমূল ব্লক সভাপতির অবহেলার অভিযোগ তুলে বলেন, ঘটনার পর থেকে তাঁরা একবারও খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। শেষ পর্যন্ত বাপনের মৃতদেহ বর্ধমানে রেফার করা হয়। শুকুর সেখ ও বাপন শেখের মৃতদেহ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ময়নাতদন্ত হয়ে গ্রামে ফেরেনি। এদিন এই জোড়া হত্যাকে কেন্দ্র করে কালনায় আসেন বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত রায়।

কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার শান্তনু চৌধুরী বলেন, মৃতদের পরিবার থেকে অভিযোগ পেয়েছি। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ২১ মার্চ, ২০০০ সাল থেকে। ২. পারস্য দেশ, ১৯৩৫ সালের ২১ মার্চ। ৩. ১৯৫৪ সালের ২১ মার্চ, অভিনেতা দিলীপ কুমার এবং অভিনেত্রী মীনাকুমারী। ৪. ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ, চট্টগ্রামের নয়াপাড়ায়, ফাঁসি ১২.১.১৯৩৪। সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদার। ৫. ১৮৯২ সালের ২৩ মার্চ, বর্ধমান জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে। মৃত্যু ৮.১১.১৯৬৬। ৬. ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ, বিপ্লবী শিবরাম হরি রাজগুরু এবং শুকদেব থাপা। ৭. ২০১৭ সালের ২৩ মার্চ। ৮. ২৪ মার্চ, বিজ্ঞানী ড. রবার্ট কথ। ১৮৮২ সালের ২৪ মার্চ এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। ৯. মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, আয়ারল্যান্ডে, ১৮৯৮ সালের ২৪ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ। ১০. ১৯৮১ সালের ২৫ মার্চ, সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ। ১১. ২০০৪ সালে ২৫ মার্চ, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভাতীর সংগ্রহশালা থেকে। ১২. ২৬ মার্চ, সেখ মুজিবর রহমান, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু জামালপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ : জামালপুর থানার জ্যোৎচাঁদ গ্রামে বাপের বাড়িতে পূর্ণিমা মুদি (১৮) এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ২০ মার্চ তিনি কীটনাশক খান। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল মারা যান। মাসখানেক আগে ঝড়োগ্রামের সঞ্চু মুদির সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই পূর্ণিমা বাপের বাড়ি ফিরে আসেন। মৃতার বাবা খোকন ক্ষেত্রপাল বলেন, শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার পর মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে ফোনে উত্তেজিত হয়ে কথা বলত। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল, বাপের বাড়িতে থাকার ফলেই মানসিক অবসাদে সে আত্মঘাতী হয়েছে।

আমিনের স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দের আহ্বান

—প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। এহেন মহম্মদ আমিন শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উঠে আসেন। দেশভাগের পর পার্টির নির্দেশে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে যুক্ত হন। কিন্তু সেখানের শাসকের আক্রোশে জেলে যেতে হয়, প্রাণ সংশয় হয়। এই অবস্থায় পার্টির নির্দেশে তিনি দেশে ফেরেন এবং পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগের সময়ের থেকে সিপিআই(এম)-এর এবং ১৯৭০ সালে সি.আই.টি.ইউ গঠনের সময় থেকে নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী সময়ে সিপিআই(এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য ও সিআইটিইউ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্টের তিন দফায় মন্ত্রী ও রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

বিপিএমও-র রাজ্য আহ্বায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, যে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের পরিচালনা ও মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে মহম্মদ আমিনের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব আজকের দিনের সংগ্রাম পরিচালনায় অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান হিসাবে কাজ করে যাবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী ও বিশ্বরূপ ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন সি.আই.টি.ইউ-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী। সভার শুরুতে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও নীরবতা পালন করা হয়।

মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য মেমারিতে

—প্রথম পাতার পর

আসে।

পুলিশের কাছে জেরার মুখে জিৎ কবুল করে যে সে বন্ধু রাজাকে মাথায় ও নাকে আঘাত করে। তার পরেই তার হাত-পা বেঁধে বেহুলার জলে ফেলে দিয়ে পালায়। কারুর যাতে কোনো সন্দেহ না হয় সেজন্য সে পাতরা গ্রামে রাজাদের বাড়িতেই ফিরে যায়। আর তার সঙ্গী রাজার দাদা রামকৃষ্ণ মালিক ওরফে রাহুল মালিক ফিরে যায় মামার বাড়ি বিজুড়ে। ঘটনা জানার পর পুলিশ মৃত রাজার দাদা রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে। রামকৃষ্ণ ভাইকে খুনের ঘটনার কথা স্বীকার করে। পথের কাঁটা সরাতে ফাঁড়া কাটানোর নাম করে রাজাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করিয়েছে তার দাদা। খুনের ঘটনায় ধৃতরা হল রামকৃষ্ণ মালিক এবং জিৎ বাগদি। ধৃত রামকৃষ্ণ মৃত যুবক রাজার নিজের দাদা। আর জিৎ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের মামাশ্বশুর। খুনের মামলায় ধৃত দুই অভিযুক্তকে গত ২১ মার্চ বর্ধমান আদালতে পেশ করে হেপাজতে নেবার আবেদন জানান তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিক।

বিক্রি বন্ধের দাবিতে রাজপথে মানুষ

—প্রথম পাতার পর

ট্রেড ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ, আই.টি.ইউ.সি, বি.এম.এস, এ.আই.টি.ইউ.সি, এ.আই.ইউ.টি.ইউ.সি-টি.ইউ.সি.সি)গুলির যৌথ মঞ্চ।

এদিন বিকালে এই মহামিছিল ভিড়িঙ্গী মোড় থেকে শুরু হয়ে বেনাচিতি বাজারের মধ্য দিয়ে গিয়ে ইস্পাতনগরীর পাঁচমাথা মোড়ে শেষ হয়। হাজার হাজার ইস্পাত শ্রমিক (স্থায়ী ও ঠিকা উভয়ে) অবসরপ্রাপ্ত ইস্পাত শ্রমিক সহ ব্যাঙ্ক, বি.এস.এন.এল, ডিপিএল, ডিভিসি-র শ্রমিকরা, ব্যাঙ্কের অফিসার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ছাত্র-যুব-মহিলারা এই মহামিছিলে যোগ দেন। মিছিলে শ্লোগান ওঠে—'জান কবুল তবু অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টকে বিক্রি করতে দেব না।'

মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন যৌথমঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক, প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, দুর্গাপুর (পূর্ব)-এর বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, বিশ্বনাথ মণ্ডল, শম্ভুনাথ প্রামাণিক, অরূপ রায়, মলয় ভট্টাচার্য, বিজয় সাহা প্রমুখ। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন
নতুন চিঠি
সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার
পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।
আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন
- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com
আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
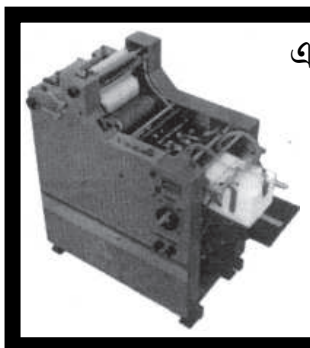
সাধনা প্রেস
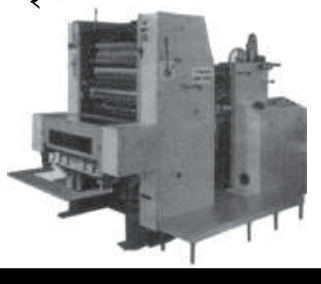
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা